Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : III Issue : X 15th January, 2015 মাঘ ১৪২১, বার্ষিক মূল্য-১০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

আর্বিভাব - ১২ই জানুয়ারী - ১৮৬৩
তিরোভাব - ৪ঠা জুলাই - ১৯০২

৮ই জানুয়ারী ২০১৫ ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী সনৎ লাহিড়ী মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী, ডাঃ গৌরীপদ দত্ত, ডাঃ প্রাণ শঙ্কর সাহা, ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ, ডাঃ কৃষ্ণার্জ্জুন মুখার্জী ও সংস্থার সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র।

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিবরণ

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এর উদ্যোগে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৮ই জানুয়ারী ২০১৫ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় ৯০/১, প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড কলকাতা - ৭০০ ০৯৫ এ (জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ এর বাড়ী) ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ডাঃ গৌরীপদ দত্ত, ডাঃ প্রাণ শঙ্কর সাহা, ডাঃ কৃষ্ণার্জ্জুন মুখার্জী, ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ, শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য, শ্রী সনৎ লাহিড়ী ও শ্রী অম্বর রায়চৌধুরী। তারা বেথুনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং বলেন এখানে ফিজিওথেরাপি সহ অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এর ফলে প্রবীণ ও দুস্থ ব্যক্তিগণ উপকৃত হবেন। হেল্প এজ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি শ্রীমতি শর্মিলা মজুমদার বেথুনের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বেথুনকে সব ধরণের সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্যসহ অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৪-আমরা যা করেছি

১) ১৬ই জানুয়ারী - স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবস, স্থান-রায়নগর, বাঁশদ্রোণী বক্তা-ডাঃ কৃষ্ণার্জ্জুন মুখার্জী ২) ২২শে জানুয়ারী ২০১৪-বনভোজন ৩) ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪-আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস স্থান শহীদ সূর্যসেন ভবন-প্রধান অতিথি মিয়া মোঃ মাইনুল কবির, দুতালয় প্রধান, বাংলাদেশ উপ-দূতাবাস। ৪) ২রা মার্চ ২০১৪-প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির স্মরণ সভা-স্মারক বক্তৃতা-বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা UTUC এর রাজ্য সম্পাদক শ্রী অশোক ঘোষ ৫) ৩রা মার্চ ২০১৪

-প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস (একত্রে ১৩ই মার্চ পালিত হয়) বক্তা ডাঃ গৌরীপদ দত্ত-বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জ্ঞাপন ৬) ৫ই এপ্রিল ২০১৪ - কমঃ হরিদাস মালাকরের স্মরণ সভা-স্থান বাঁশদ্রোণী ৭) ১২ই এপ্রিল ২০১৪ - আই ক্যাম্প-স্থান-রংকল নেতাজী স্পোটিং ক্লাব ৮) ১৫ই এপ্রিল ২০১৪ - ১লা বৈশাখ মিলন উৎসব বক্তা - কবি ও সাহিত্যিক শ্রী অমল কর ৯) ১৫ই মে ২০১৪-রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী বক্তা শ্রী রজত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১০) ২৬শে মে ২০১৪ - নজরুল জন্ম জয়ন্তী স্থান রায় নগর, বাঁশদ্রোণী বক্তা-শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য পৌরপিতা ১১১নং ওয়ার্ড ১১) ৩০শে জুলাই ২০১৪ - এ.জি. এম. ১২) ২৩শে আগষ্ট ২০১৪ - আর্ন্তজাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস ও মিলন উৎসব (একত্রে পালিত হয়) বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জ্ঞাপন ১৪) ৪ঠা নভেম্বর ২০১৪- আই ক্যাম্প (রংকল) নেতাজী স্পোটিং ক্লাব ১৫) ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৪ - হেলথ চেক আপ ক্যাম্প স্থান-বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়াম শহীদ স্মৃতী ভবন। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে ২ দিন হোমিও ক্লিনিক রায় নগর, বাঁশদ্রোণী, ২ দিন অ্যালোপ্যাথিক ক্লিনিক ৯৩ ওয়ার্ডে পরিচালিত হয়। উক্ত সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন আমদের সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আমাদের সহ-সভাপতি শ্রী রাম রমণ ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন।

গ্রন্থ সমালোচনা
রামরমণ ভট্টাচার্য্য

ধাত্রীবিদ্যা স্ত্রী রোগের বিশেষজ্ঞ হবার প্রাক্কালে, পিতা প্রত্যাদেশ দেন রোগিনীকে পরীক্ষার কালে মাতৃজ্ঞানে না দেখিলে স্পর্শ তারে কোরনা কখনো। প্রত্যেক মানব দেহ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি জেনো।

ডাঃ গৌরীপদ দত্তর 'অন্তিম আর্তির আর্তনাদ' কাব্যের ২রা এপ্রিল ২০১০ কবিতা থেকে উদ্ধৃত। এই কাব্যে চল্লিশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলির নামকরণ হয়েছে তারিখ দিয়ে। এই নামকরণের কারণ সম্ভবত ৮৫ বছর অতিক্রম হবার পর জীবন বৃক্ষের ঝরাপাতার দিনগুলিকে অমৃত আস্বাদ লাভ করবার অন্তিম আর্তি। উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে সমাজসেবী, মানবতাবাদী চিকিৎসক কবির সমগ্র জীবনদর্শনটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এদেহ নশ্বর কিন্তু প্রাণ অবিনশ্বর। সীমা থেকে অসীমে, প্রাণ থেকে প্রাণান্তরে তার প্রবাহ চিরন্তন। তিনি আছেন। তিনি সর্বময় তার ক্ষয় নেই, লয় নেই,

দুই কোষের মিলন কোন ভবিতব্য আনে এক থেকে বহুর মৃত্যুতে। তারপর পুনরায় মিশে যায় মহাশূন্যে অনন্ত আলোতে।

২৬শে মার্চ ২০০৯ বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ভাবনাকে মিলাতে চেয়েছেন তার সুগভীর বিশ্বাস থেকে। তিনি বোঝেন —

যেতে হবে। সে তো জানি। নির্বাসন হবে কোন পথের ... যাওয়াই অদৃষ্ট লিপি। অভ্রান্ত হিসাব দুঃখ সুখ অতিক্রান্তি জীবন মন্থনে।

তথাপি জীবনকে তিনি ব্যর্থ মনে করেন না। জীবন যেমন অনন্ত নয় তেমনি মৃত্যু ও শেষ কথা বলে না।

অবধারিতমৃত্যুকে
উপেক্ষা করার প্রাণান্ত প্রস্তুতি
তবুতো ক্ষণিক রোদে উজ্জ্বল সকাল
মুছে দেয় সর্বগ্রাসী রাতের আধার।
ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ....

গ্রন্থে একটি মাত্র ব্যতিক্রমী কবিতা আমার গৌরীকে প্রয়াত পত্নীর প্রতি নিবেদন। ডাঃ গৌরী দত্ত ও ছিলেন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত চিকিৎসক। বেদনা বিধুর চিত্তে কবি গৌরীপদ দত্ত লিখেছেন ...

কোন এভাবনায় তুমি এসেছিলে আমার জীবনে
উৎস তার জানে শুধু তোমার মনন
অকৃত্বের আবরণে সুপ্ত ছিল অন্বিষ্ট আমার
কেবল চলার বেগে মত্ত ছিল সমস্ত জীবন।
.....
অকুণ্ঠ অঞ্জলি দিয়ে গতায়ু আত্মায়
জানাই অন্তর থেকে তোমাকে সম্মান।

কবিতাগুলির রচনাকাল ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত বিস্তৃত। ডাঃ গৌরীপদ দত রাজনীতি সচেতন মানুষ। স্বভাবতই সময় ও সমাজ সম্পর্কে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। যেমন আত্মসমালোচনা আছে তেমনি 'পরিবর্তন' এর পরের অবস্থারও বিবরণ আছে ...

পাড়াতে দাদারা হাঁকে পায়ে তেল দিতে
নেতারা আশ্বাস দেয় অনেক কাজের

চালু হোক নাই হোক কেটে চলে ফিতে
করে উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধর্ষণ,
মেটাতে গড়ুর খিদে
ভোগ যার মুখ্য আকর্ষণ।

কাব্য গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অতীন্দ্রমোহন সরকার। তাঁর কিছু কথা শোনা যাক। তিনি লিখেছেন ... 'গৌরীপদ দত্ত একজন মানবদরদী জনপ্রিয় দক্ষ চিকিৎসক। শুধু এই পরিচয় তাঁর ক্ষেত্রে নিতান্তই সামান্য। কারণ চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনের আগে ও পরে তিনি বিভিন্ন ভাবে মানুষের সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন।

তিনি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। এখনও স্মৃতিকথা লিখে চলেছেন। ... তিনি তিনবার বাঁকুড়া থেকে বামফ্রন্ট শাসনকালে বিধায়ক হয়েছিলেন। ওই সময়ে স্বাস্থ্য বিষয়ে নানা প্রতিবেদন তৈরী করেছেন, তাই লেখা তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি।''

এই সব কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে মানুষের প্রতি তাঁর দরদ। বিভিন্ন বিষয়ে আশা-নিরাশার প্রতিফলন। কবিতাগুলির একটা নিজস্ব ছন্দ রয়েছে। সে ছন্দ কবির একান্তই নিজস্ব। তবে সেগুলি কখনও কবিতার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি।

অন্তিম আর্তির আর্তনাদ ডাঃ গৌরীপদ দত্ত
৫৩ ক্রীক রো কলকাতা - ১৪
২২৩৬ ৮১৭১, মূল্য - ৪০টাকা

স্বামী বিবেকানন্দ আজও প্রাসঙ্গিক

ডঃ কমল নন্দী

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে তিনি যদি প্রাসঙ্গিক থেকে থাকেন তো আজ একবিংশ শতকের প্রথম দশকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক কারণ সভ্যতা এগিয়েছে তাঁর স্বপ্ন ধরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দই একমাত্র মহামানব যিনি ভাবীকালের পৃথিবীকে তাঁর অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিনতে পেরেছিলেন। এটা অনস্বীকার্য যে বিবাদ-বিদীর্ণ পৃথিবী রাজনৈতিক মতাদর্শের বৈষম্য, অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের বৈচিত্র্য, প্রগতির বিভিন্ন মানকে স্বীকার ক'রে নিয়েও সামগ্রিক ক্রমোন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অন্তর্লীন প্রয়াস মানব সভ্যতাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। সভ্যতার বিচিত্র ধারার মধ্যে এই অন্তঃসলিলা মূল স্রোতটির কলধ্বনি শুনতে পান একালের ক্রান্তদর্শী ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভার্সাইলের চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'লীগ অফ্ নেশন্স' (League of Nations) নিঃসন্দেহে মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের বিশেষ ক'রে শাসকদের হৃদয়ের গুণগত পরিবর্তনের যা প্রয়োজন ছিল, তা না হওয়াতে প্রচেষ্টা মহৎ হওয়া সত্ত্বেও তা ফলবর্তী হ'ল না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে তাসের দেশের মতো ভেঙে পড়ল এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ৫১টি দেশ মিলে আবার প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ' United Nations যা আজও চলছে। কী নিদারুণভাবে তারা প্রয়োজনের সময়ে অসহায় হয়ে পড়ে তা আমরা সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পটভূমিকায় অতি সহজেই বুঝতে পারি। এই ব্যার্থতার মূলে এক বা একাধিক সদস্যের আগ্রাসী মনোভাব বা দুর্দমনীয় লোভ আর রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্মকর্তাদের দুর্বলতা বা অসহায়তা। পরিস্থিতির আরও গভীরে দেখা যায় মানবমনের সামগ্রিক অবমূল্যায়ন। মনে পড়ে লীগ অফ্ নেশন্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এক সাধারণ সদস্যের অতি সাধারণ একটি মন্তব্য, যার মূলভাবটি ছিল-'যাঁরা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে বিবদমান রাষ্ট্রের বিবাদ মেটানো সম্ভব নয়।' অনেকেই সেদিন ব্যাঙ্গভরে হেসেছিলেন, কিন্তু বক্তব্যের গুরুত্ব তাতে কিছুমাত্রই কমেনি। বিবাদের আয়তনটা বৃহৎ হ'তে পারে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, কিন্তু বিবাদের স্বরূপ বা প্রকৃতি প্রায় একইরকম থাকে। সেই স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা-চিন্তা, লোভ ও ক্ষমতালিপ্সা। এ থেকে স্বামী স্ত্রী, পিতা-পুত্র, রাজা-প্রজা বা নিকটবর্তী দু'টি রাষ্ট্রের মুক্তি নেই। পরোক্ষভাবে দূরবর্তী রাষ্ট্রের প্রভাবও থাকতে পারে। সমস্যার মূলে রয়েছে একক মানবচরিত্রের নৈতিক মান, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার। সমস্যামাত্রেই তার দু'টি আকার আছে। একটি সূক্ষ্মকার, (Micro scale) অপরটি বৃহদাকার (Macro Scale) সমস্যার মূলে থাকে সূক্ষ্মাকার, তার যৌথ বা সম্মিলিত রূপ হ'ল বৃহদাকার যা আকারে ও আয়তনে অতিবৃহৎ, কিন্তু তার কেন্দ্রবিন্দুতে বীজাকার সূক্ষ্মরূপটি বর্তমান।

স্বামী বিবেকানন্দ সমস্যার প্রাণ-স্পন্দনটি অনুভব করলেন। তাঁর অনুভবে — একক মানবচিত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদের ক্ষুদ্রতম প্রকাশ। যখন পরিবারের সকল সদস্যই চরিত্রবান হন, তখনই একটি আদর্শস্থানীয় চরিত্রবান পরিবার তৈরী হয়। মনে পড়ে আচার্য শঙ্করের জীবনের একটি ঘটনা। আচার্য শঙ্কর চলেছেন এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের গৃহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর গৃহের অবস্থান শঙ্করের জানা নেই। অনুসন্ধান করতে করতে তিনি জানলেন - পথে যেতে যেতে যে গৃহে শুক-সারীরাও বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করছেন শুনবেন - সেই গৃহটিতেই সেই নিষ্ঠাবান বৈদিকের বাস। ঐ নির্দেশ অনুসারেই তিনি বেদজ্ঞের সন্ধান পেয়েছিলেন। সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান হ'ল পরিবার। অনেকগুলি সমাজের সমবায়ে একটি বৃহৎ অঞ্চল এবং ধীরে ধীরে এইভাবে রাষ্ট্র ও অনেকগুলি রাষ্ট্র নিয়ে এই পৃথিবী।

আজকাল 'good governance' কথাটি খুবই প্রচলিত, যার অর্থ হ'ল সু-শাসন। শাসনের দু'টি দিক। একটি তাত্ত্বিক দিক, অপরদিকে তত্ত্বের রূপদানের আজ্ঞাবাহী কয়েকজন রূপকার (executor)। সমাজে কল্যাণমুখী তত্ত্বের অভাব নেই, আসল অভাব লোককল্যাণে নিবেদিত প্রাণের। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্রে আমরা স্বরণ করি — 'যিনি লোকোত্তর হয়েও অর্থাৎ লৌকিক জগতের বাইরে হয়েও লোক কল্যাণ - মার্গ পরিত্যাগ করতে পারেননি' (লোকোত্তরহপি সঃ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্)। করুণাঘন বুদ্ধ কামনা করলেন —'বিশ্বজনগণের আর্তিনাশ' (কাময়ে বিশ্ববাসিনাম্ সর্বেষাম্ আর্তিনাশনম্'-'ললিতবিস্তর')। বুদ্ধহৃদয় স্বামী বিবেকানন্দ ভিক্ষা করলেন কয়েকটি তরতাজা চরিত্রবান যুবকের প্রাণ, যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরী হবে এক নতুন পৃথিবী।

ক্রমশঃ

-ঃ তামাক নেশা ঃ-

অজিত কুমার বর্মণ

আড়ালে প্রকাশ্যে নয় ধূমপান
দেহে মারণ ব্যাধি বাঁধবে বাসা।
মধুময় এজীবন করে বিষময়,
প্রিয়জনের তনুমন করোনা মরুময়।
কষ্টার্জনে কেনা প্যাকেটটিই গরল ঠাসা॥

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, সবাইকে ইংরেজী নববর্ষের (২০১৫) আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই, আশাকরি সকলে ভালো আছেন। যদিও বিদায়ী বছরের শেষের ঘটনা গুলো মানব জাতির অংশ হিসাবে আমাদের সবাইকে বিষাদ গ্রস্ত ও লজ্জিত করেছে। পাকিস্তানের পেশোয়ারে ১৭ই ডিসেম্বর সন্ত্রাসবাদীরা সৈন্যবাহিনী পরিচালিত একটা স্কুলে অতর্কিত আক্রমণ করে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১৩২জন ছাত্রকে নিহত করেছে।

এই ঘটনার রেশ না কাটতেই আমাদের নিজেদের দেশ ভারতে আসামের শোনিতপুর ও কোকরাঝাড় জেলায় বোড়ো জঙ্গিদের একটি অংশ শিশু ও নারী সহ ৮০ এর অধিক আদিবাসীকে হত্যা করেছে ও অনেককে গৃহছাড়া করেছে ও বহু মানুষ শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় শিবিরে আছেন। আসুন, সমবেত ভাবে আমরা এই কলঙ্ক জনক ঘটনাগুলির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জানাই তীব্র ঘৃণা এবং আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের জানাই গভীর সমবেদনা।

এখানে অর্থাৎ কলকাতাতে প্রবীণ ও বিশেষ করে যারা একা থাকেন তাদের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। ৭৮ বৎসরের কমলা দেবী মিস্ত্রী তাঁর ফ্ল্যাটে ২৮.১২.২০১৪ খুন হয়ে যান। তার পরিবারকে জানাই সমবেদনা।

যতই বিষাদ ও দুঃখ আসুক জীবন থেমে থাকে না। আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের বহু প্রতীক্ষিত ফিজিওথেরাপি সেন্টার অবশেষে নতুন বছরে (৮ই জানুয়ারী ২০১৫) ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে অন্যান্য চিকিৎসাও হবে। এই কেন্দ্রটি সচল রাখতে অবশ্যই সকলের সহযোগিতা চাই।

'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' — স্বামীজির এই বাণী স্মরণ করে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। সবাই কুশলে থাকুন।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 987435919 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in